দৈনিক খবর

তারিখ ... 13 AUG 1990
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... 2 ...

03

দ্বারিয়াপুর কলেজের শিক্ষক কর্মচারী সরকারী অনুদান বঞ্চিত

মেহেরপুর, ৮ই আগস্ট (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– দ্বারিয়াপুর সীমান্ত কলেজের ১৫ জন প্রভাষক ও ১১ জন অন্যান্য কর্মচারীরা চরম আর্থিক সমস্যায় দিন কাটাচ্ছে। কলেজটির দৈন্যদশা দেখে এ পর্যন্ত কেউ কেউ এগিয়ে এলেও সরকারীভাবে কর্মচারীদের বেতন বাবদ অনুদান মঞ্জুরী আজও পায়নি।

প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আ ক ম ইদ্রিস আলী জানান, রাষ্ট্রপতি মেহেরপুর সফরে এলে দু'লাখ টাকা প্রদান করেন। এ টাকা দিয়ে কলেজটির নির্মাণ অর্ধেক সম্পন্ন হয়েছে। ১৯৮৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত কলেজটিতে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় আশাতীত ফল ছাত্র/ছাত্রীরা দেখাতে সক্ষম হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমানে আমরা শিক্ষাক ও কর্মচারীদের কোন বেতন দিতে পারছি না। সরকারী বেতন বাবদ অনুদান না পাওয়ার জন্য এ সকল প্রভাষক-কর্মচারীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। উপজেলার এই একমাত্র বেসরকারী মহাবিদ্যালয়টির প্রতি সরকার যেন আশু দৃষ্টি দেন এ জন্য আলহাজ্ব আ ক ম ইদ্রিস আলী সরকারের প্রতি আবেদন জানান। প্রবীণ এ রাজনীতিবিদ দুঃখ করে বলেন, একটি প্রতিষ্ঠান গড়া খুব কষ্টকর ব্যাপার। আমরা অনেক রাজনীতিবিদ আছি, জনদরদ দেখাই কিন্তু এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার জন্য আমরা তেমন কোন দরদ দেখাই না। ভোটের সময় আসলেই আমাদের জনগণের জন্য দরদ উথলে উঠে। কিন্তু আমি মনে করি সরকারের সিদ্ধান্ত সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য আমাদের ঘরে বসে হুংকার ছাড়লে হবে না। সরকারের এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আমাদের নিজেদের কার্যক্ষেত্রে নামতে হবে। মেহেরপুরে অনেক সামাজিক প্রতিষ্ঠানও অর্থের অভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলোয় সাহায্য সহযোগিতা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু দেখা যায় ক্ষমতায় বসার আগে এ সকল প্রতিষ্ঠানকে আশ্বাস দিয়ে তারা আশ্বাস ভংগ করে কেউ উপজেলা চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান হন। দ্বারিয়াপুর গ্রামের অভিজ্ঞ মহল মনে করেন, মেহেরপুর জেলা শহরে একটিমাত্র সরকারী কলেজ রয়েছে। সে ক্ষেত্রে দ্বারিয়াপুর সীমান্ত কলেজটি শিক্ষা প্রসার সহযোগিতায় অগ্রণী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। সরকার সহযোগিতা না করলে কলেজটি আর্থিক কারণে সুষ্ঠুভাবে চালানো সম্ভব হবে না।